তারিখ ... 7/5/85 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

027

ইত্তেফাক

নোয়াখালী পরিক্রমা — ৫

একটি থানার প্রাথমিক শিক্ষার হাল—

।। শফিকুল কবির ।।

সুধারাম (নোয়াখালী), ৬ই মে—পাঠশালা আছে তো ছাত্র নাই ছাত্র আছে তো টুল-টেবিল নাই. দেয়াল-বেড়া নাই. শিক্ষক আসে না। রাত্রে সরকারী পাঠশালা ঘরকে গোয়াল ঘর হিসাবে ব্যবহার করার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। নোয়াখালী জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই রকম হালই দেখা গিয়াছে বহু ক্ষেত্রে।

সমগ্র নোয়াখালী জেলায় ১৬টি থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ হাজার ৬ শত ৫২টি। ইহার মধ্যে অন্ততঃ এক হাজার স্কুলেই ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। তবে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বই শ্লেট-খাতা, জামা-কাপড় বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য হাজিরা খাতায় কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। প্রকাশ, ছাত্রদের ভুয়া তালিকা এবং শিক্ষকদের গর-হাজির থাকার প্রকৃত তথ্য থানা শিক্ষা অফিসগুলির অজ্ঞাত নয় বলিয়াই বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে দুর্নীতি চলিতেছে।

জেলার বৃহত্তম সুধারাম থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮২টি। খাতাপত্রে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষার হাল

(১ম পৃঃ পর)

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৮ হাজার এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৮ শত। ছাত্র-ছাত্রী না থাকায় ইতিমধ্যে চরমৌলবী, হরিনারায়ণপুর ও উত্তর পূর্ব চরজব্বার—এই তিনটি পাঠশালা সরকারী ভাবেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একই কারণে সুধারাম থানার আরও ২০টি স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে। তবে স্কুলগুলি বন্ধ হইয়া গেলেও শিক্ষকরা তাহাদের বেতন-ভাতা আগের মতই পাইবেন।

নিয়ামতপুরে মাত্র একটি বাড়ীর জন্য একটি সরকারী পাঠশালা রহিয়াছে। খাতাপত্রে বহু ছাত্র-ছাত্রীর নাম থাকিলেও উপস্থিত ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ৩ জন। এই স্কুলটির জন্য তিনজন শিক্ষক আছেন। কিন্তু পূর্বাহ্নে খবর না দিলে কাউকে স্কুলে পাওয়া যায় না। একটি ঝোপের আড়ালে অবস্থিত নিয়ামতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি পার্শ্ববর্তী বাড়ীর লোকজন নিজেদের পারিবারিক প্রয়োজনেই ব্যবহার করিতেছে।

ধর্মপুর, মাহিমপুর ও সাদুল্লাপুরের পাঠশালা তিনটি একেবারেই ছাত্র-শূন্য। তবে শহর হইতে কোন কর্তা-ব্যক্তি পরিদর্শনে আসিবেন খবর পাইলে বেতনভোগী শিক্ষকগণ দোকান পসার কিংবা মাঠের কাজ ফেলিয়া লজেন্স-বিস্কুট দিয়া গ্রামের ভিতর হইতে কিছু ছেলেপেলে ডাকিয়া আনিয়া 'দুই দ্বিগুণে চার' নামতা পাঠ করাইতে থাকেন। চরবাগ্গারাম, পশ্চিম মাইজপাড়া ও মিয়াদেরডগি সরকারী পাঠশালার একই হাল। স্কুল ঘরে গরু চরে, কর্তা-ব্যক্তিদের আগমন বার্তা পাইলে কিছুক্ষণের জন্য কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মহড়া দেওয়া হয়।

থানার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের চরমতুয়া ইউনিয়নে ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫টিতে কোন ছাত্র-ছাত্রী নাই। কর্তা-ব্যক্তিরা আসেন না বলিয়া এখানে নকল ছাত্রের মহড়া দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। দাদপুর ইউনিয়নে বাড়াইপুর ও পশ্চিম বাড়াইপুর স্কুল ২টিতে নামমাত্র কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী মাঝে মাঝে শিক্ষকদের ডাকিয়া আনিয়া ক্লাসে বসে। নোয়ান্নই ইউনিয়নের মনিপুরের সরকারী পাঠশালায় পালা করিয়া একজন শিক্ষক গ্রাম হইতে ৪/৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ডাকিয়া ক্লাসের আয়োজন করেন।

সোনাপুর, জালিশাইল, চরজব্বার এমনকি জেলা সদরে অবস্থিত উত্তর মাইজদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি অনুল্লেখযোগ্য। সুধারাম থানার কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবার উন্নয়ন তালিকায় স্থান পায় নাই। কোন স্কুলের এমনই দৈন্যদশা যে, খুঁটির গায়ে কবে বেড়া লাগানো হইয়াছিল, এলাকাবাসীরা ভুলিয়া গিয়াছে। টুল টেবিলের চেহারা লাঠালাঠি শেষে চরের ভাঙ্গচুর দৃশ্যের মত। কেবল সুধারামে নয়, জেলার প্রতিটি থানা এলাকাতেই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমনি হতাশাব্যঞ্জক চিত্র পরিলক্ষিত হয়।